কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 21 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ .....

পঞ্চমের সমাপনী এ বছরই বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছর থেকেই পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পঞ্চমের সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রিসভা।

এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী বৈঠকে এবারই শেষবারের মতো পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

এ বছর থেকেই আর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হবে না—মন্ত্রণালয়ের নীতিগত এ সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

পঞ্চমের সমাপনী এ বছরই

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

খালিদ। গতকাল সোমবার রাতে কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'এ বছর থেকেই প্রাথমিকে সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পাঠানোর প্রস্তুতি নিতে বলেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। এর আগে এ বছর প্রাথমিকে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভার বৈঠকেই নেওয়া হয়েছিল। তাই তা বাতিলের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিতে হবে। শিগগিরই এ প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে। একই সঙ্গে অষ্টম শ্রেণি শেষে যেন প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হয়, সে জন্য প্রস্তাব পাঠাব। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা এখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে।'

গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমাপনী পরীক্ষাই গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যেই মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে গত ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরপর ৩০ মে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী বৈঠকে আগামী বছর থেকে অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এরপর এ বছরই পঞ্চম শ্রেণি থেকে সমাপনী পরীক্ষা তুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন অভিভাবকরা। এ লক্ষ্যে আদালতে একটি রিটও হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন এ সিদ্ধান্ত নিল। তবে ৩০ মের সিদ্ধান্তের পরও প্রয়োজনে এ বছর থেকেই পঞ্চমের সমাপনী পরীক্ষা বাতিল হতে পারে, এমন ইঙ্গিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়েছিল।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে ২০০৯ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী ও মাদ্রাসায় ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার চালু করা হয়। আগে পঞ্চম শ্রেণিতে আলাদা করে বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হলেও প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী চালুর পর থেকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।